বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সম্মানিত সভাপতি'র মাসিক (মার্চ) বিবৃতি

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ হতে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আমাদের ফুটবল পরিকল্পনা সঠিক সমৃদ্ধির পথে:

আমরা ফুটবলে অভিজ্ঞতা সঞ্চার করছি একই সঙ্গে সারাদেশের সব ধরনের ফুটবলীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছি। আমরা সবাই ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি। COVID-19 এর কারণে আমাদের দেশীয় ফুটবল যে স্থবিরতার মুখে পড়েছিল তাকে পূর্বের ন্যায় ভালো অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমরা বদ্ধপরিকর এবং এ ব্যাপারে আমরা বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে নিজেদের ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। আমরা মনে করি ফুটবলে আমাদের এখনো অনেক কিছু অর্জন করতে হবে। এজন্য আমরা চ্যালেঞ্জগুলো ঠিক করেছি যা জানিয়ে দিতে চাই খেলোয়াড়দের মধ্যে। কারণ আমরা বিশ্বাস করি আমাদের প্রদর্শিত পথে চললে খেলোয়াড়রা সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

জাতির পিতার ১০১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিন উদযাপন করেছি; যে দিনটি এমন একটি বিশেষ দিন যা আমার হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত। আমরা মতিঝিলস্থ বাফুফে ভবনে উদীয়মান মহিলা ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে দিবসটি উদযাপন করি আর নেপালের উদ্দেশ্যে 'ট্রাই নেশন্স ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতা' খেলতে যাওয়ার আগের দিন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সঙ্গেও দিনটি উদযাপন করি। আমরা সেখানে কেক কেটে জাতির পিতার জন্মদিন উদযাপন করি। এছাড়া আমরা পবিত্র কোরআন খতম, মিলাদ, অসহায় ও দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করি।

বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল এর সাবেক খেলোয়াড়দের নিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন:

মহান স্বাধীনতা দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল এর সাবেক খেলোয়াড়দের নিয়ে আমরা দিবসটি উদযাপন করেছি। এ উপলক্ষ্যে 'লাল দল' ও 'সবুজ দল' নামে সাবেক তারকা ফুটবলাররা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে মতিঝিলস্থ বাফুফে ভবন সংলগ্ন আর্টিফিশিয়াল টার্ফে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণ করে। উক্ত ম্যাচে বাফুফে'র কার্য্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তিনজাতির ফুটবল টুর্নামেন্ট কাঠমান্ডু, নেপাল

যেখানে আমরা 'ফিফা ওয়ার্ল্ডকাপ কাতার ২০২২ বাছাই পর্ব' ও 'এএফসি এশিয়ান কাপ চায়না ২০২৩ কোয়ালিফায়ার্স' এর গ্রুপ 'ই' এর শেষ তিনটি হোম ম্যাচ খেলতে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, সেখানে হঠাৎ করে মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে এএফসি আয়োজক দেশ হিসেবে আমাদের ভেন্যু স্থানান্তরিত করেছে সেন্ট্রালাইজড ভেন্যু কাতারে যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৩১ মে ২০২১ তারিখ হতে ১৫ জুন ২০২১ তারিখ এর মধ্যে। এরমাঝে আমরা নেপালের কাঠমান্ডুতে ফিফা উইন্ডোতে তিন জাতির একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলার আমন্ত্রণ পাই। কিরগিজস্তানের বিপক্ষে দারুণ ফুটবল খেলে প্রথম ম্যাচে আমরা জয়লাভ করি ও পরের ম্যাচে স্বাগতিক নেপালের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করি। ফাইনালে আমরা বেশ হতাশজনক পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে ২-১ এ রানার্সআপ হই। যা হোক, শিরোপা জেতার জন্য নেপাল দলকে অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ এর বিরতি:

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এর 'বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ ২০২০-২১' এর প্রথম পর্ব সমাপ্ত হলো। লীগের বেশিরভাগ ম্যাচই মানসম্মত ও আকর্ষণীয় ছিল। এজন্য আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলোকে যারা ফেডারেশন এর সঙ্গে কাজ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ক্লাব কাঠামো ও পরিবেশের গুরুত্ব অনুধাবন করে নিজেদের উন্নয়ন সাধন করেছে।

বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশীপ লীগ চলছে:

কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে 'বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশীপ লীগ' চলমান রয়েছে। লীগের শীর্ষে থাকা বেশকটি দল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ফুটবল খেলছে। প্রিমিয়ার লীগে উন্নীত হতে তাদের চরম আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং সে কারণে সত্যিকার অর্থেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ফুটবল মাঠে দেখা যাচ্ছে।

তৃতীয় বিভাগ ফুটবল লীগঃ
আমাদের দেশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার কাঠামো অনুপাতে বৈচিত্র্য ও আকর্ষণীয়। ঢাকা বিভাগের ১৮টি দলের অংশগ্রহণে ঢাকায় কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে 'তৃতীয় বিভাগ ফুটবল লীগ' আয়োজন করছি। পেশাদার লীগ কাঠামোর বাইরে আমরা এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি।

রেফারী ট্রেনিং কোর্স :
আমরা যদি রেফারীদের উন্নয়নে মনোযোগ না দেই কিংবা তরুণদের রেফারিং এ আকৃষ্ট করতে না পারি, তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে ফুটবল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ফুটবলের উন্নয়ন সাধন করতে পারব না। আমরা সারা বাংলাদেশে এমন একটি রেফারিং কোর্স এর আয়োজন করি যার মাধ্যমে অসংখ্য তরুণ ও উদ্যেমী নতুন রেফারিদের আকৃষ্ট করা যায়। কোর্সটি নতুন নতুন রেফারিদের কার্যপ্রণালির জন্য একটি গতিশীল ও আকর্ষণীয় পরিচিতির অভিজ্ঞতা দিয়ে সাফল্য পেয়েছে। আমরা আশাবাদী খুব দ্রুত এসকল তরুণ রেফারীদের মাঠে দেখতে পাবো।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসঃ
ফুটবলে বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় কার্যক্রমের মাধ্যমে ঢাকা, ফেনী, মাদারীপুর ও নীলফামারীতে এশিয়ার অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের মতো আমরা বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করেছি। আমাদের উদীয়মান মহিলা ফুটবল খেলোয়াড়রা এসব ভেন্যুতে অংশগ্রহণ করেছে এবং এ দিবসের ইভেন্ট বেশ উপভোগ করেছে। এ সকল উদীয়মান মহিলা ফুটবল খেলোয়াড়দের একত্রিত হওয়ার মধ্য দিয়ে ফুটবল যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে এ ইভেন্ট এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জেলা ফুটবল লীগঃ
আমরা জেলা ফুটবল কর্তৃক আয়োজিত জেলা ফুটবল লীগ ও জেলায় চলমান অন্যান্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে দেশের বিদ্যমান সকল জেলাসমূহকে বাধ্যবাধকতা ও তাগাদা প্রদান করি। কারণ আমরা বিশ্বাস করি জেলা ফুটবল লীগ আয়োজনের মাধ্যমে সারাদেশে ফুটবলের বিকাশ ও প্রতিযোগিতার বিস্তৃতি হবে। আমি আশাবাদী বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এর সহায়তায় এবং জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন সমূহে আমার সহকর্মীবৃন্দের যৌথ উগ্যোগে ফুটবলের ভবিষ্যত মঙ্গলজনক হবে।

জে এফএ অনূর্ধ্ব-১৪ জাতীয় মহিলা চ্যাম্পিনয়নশীপঃ
বাংলাদেশের মেয়েদের ফুটবলে অব্যাহত সহযোগিতার জন্য আমরা 'জাপান ফুটবল এসোসিয়েশন' এর প্রতি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমরা পুনরায় 'জাপান ফুটবল এসোসিয়েশন' এর সহায়তায় সারাদেশে 'অনূর্ধ্ব-১৪ মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা'র আয়োজন শুরু করেছি। সারাদেশব্যাপী এ প্রতিযোগিতার সফল আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদীয়মান মহিলা ফুটবল খেলোয়াড়দের আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করা যাবে। জেএফএ এর এই চলমান সহযোগিতার জন্য সেখানকার বন্ধু ও সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাফুফে-ইউনিসেফ অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় মহিলা চ্যাম্পিনয়নশীপঃ
বাংলাদেশের মেয়েদের ফুটবলে অব্যাহত সহযোগিতার জন্য আমরা ইউনিসেফ এর প্রতি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তরুণ মহিলা ফুটবল খেলোয়াড় তৈরিতে অব্যাহতভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে ইউনিসেফ আর তাদের সকল দিক দিয়ে মহিলা ফুটবল কর্মসূচীতে আমাদের সহায়তা যুক্ত রয়েছে। উদীয়মান মহিলা ফুটবল খেলোয়াড়দের জন্য ইউনিসেফ এর সহায়তায় সারাদেশ ব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন একটা ইতিবাচক দিক যার মাধ্যমে উদীয়মান মেয়েরা ফুটবলের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও দেশের সকল বিভাগীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেতে পারে।

সারাদেশব্যাপী ট্যালেন্ট হান্ট (চূড়ান্ত ধাপ) ২৭ ও ২৮ মার্চ :
চলতি বছরের জানুয়ারী মাস থেকে আমরা সারাদেশব্যাপী জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে জাতীয় ট্যালেন্ট হান্ট কর্মসূচী শুরু করেছিলাম তার চূড়ান্ত বাছাই পর্ব এর সমাপনী কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো ২৭ ও ২৮ মার্চ ২০২১ তারিখে। আমরা 'এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২২' ও 'সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২১' ও 'সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২২' এর জন্য এই কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড় যাচাই বাছাই করবো।

বাংলাদেশ গেমস:

বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন এর তত্ত্বাবধানে ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এর আয়োজনে গত ২৭ মার্চ ২০২১ তারিখ হতে ছেলেদের ১০টি দল নিয়ে কুমিল্লায় ভাষা সৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে ও ২৯ মার্চ ২০২১ তারিখ হতে মেয়েদের ৮টি দল নিয়ে ঢাকার কমলাপুরস্থ বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে "বঙ্গবন্ধু ৯ম বাংলাদেশ গেমস ২০২১"। উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলের সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে একজন ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে এই খেলা উপভোগ করবো।

ওমেন্স ফুটবল লীগ ২০২১ শুরু:

অন্যান্য ফুটবল প্রতিযোগিতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখ হতে শুরু হলো "জাতীয় মহিলা ফুটবল লীগ ২০২১।" জাপান ফুটবল এসোসিয়েশন, ইউনিসেফ এর পর এখন "জাতীয় মহিলা ফুটবল লীগ ২০২১" শুরু হলো; একইসময়ে মেয়েদের একাধিক ফুটবল প্রতিযোগিতা চলছে যার জন্য আমি ভীষণ গর্বিত। এতসব প্রতিযযোগিতায় অসংখ্য খেলোয়াড় ফুটবলে উঠে আসছে, খেলোয়াড়দের উন্নয়ন হচ্ছে একইসাথে বাংলাদেশে মেয়েদের ফুটবলে প্রকৃত বাণিজ্যিক অবস্থা বোঝা যাচ্ছে। এজন্য আমি আবারো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বাফুফে'র মহিলা ফুটবল কমিটিকে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে মেয়েদের ফুটবল প্রতিযোগিতা একটি কাঠামোর মধ্যে আসতে সক্ষম হয়েছে।

ফুটবলে আমাদের প্রাধান্যের বিষয়টিকে স্টেকহোল্ডারদের মাঝে এমনভাবে আবদ্ধ রাখতে হবে যাতে ফুটবলের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনাগুলো সুসংহত হয়। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরীতে আমাদের সামাজিক, আন্তঃসাংস্কৃতিক ও গোষ্ঠীবদ্ধ উন্নয়ন দরকার।

যখন দেশের মধ্যে ও গোটা এশিয়ায় আমাদের খেলাধূলায় সর্বোচ্চ পরিমাণ দল অংশগ্রহণ করবে তখন খেলাধূলার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদেরকেও ফেডারেশন এর সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য গোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের ফুটবলের প্রতিটি পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি এই পথ অবলম্বন করলে এবং সমষ্টিগতভাবে কাজ করলে আমরা নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যতের জন্য একটা ইতিবাচক ফুটবল উপহার দিতে সক্ষম হবো।